ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

ফিচার - ০৬
সোনামুড়া, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

জলমহলের আঙিনায় জলজীবিদের উৎসব

।। উত্তম সাহা ।।

রুদ্র সাগরের অথৈ জলের বুকে গড়ে উঠা রাজ্যের আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র নীরমহল। হিন্দু ও মোগল স্থাপত্যের এই অপূর্ব নিদর্শনটি তৈরি করান ত্রিপুরার শেষ মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্য বাহাদুর। আধুনিক ত্রিপুরার রুপকার ও স্রষ্টা বীরবিক্রম তাঁর গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনের জন্য এই প্রাসাদের নির্মাণ কাজ শুরু করেন ১৯৩০ সালে। নির্মাণ সম্পন্ন হয় ১৯৩৮ সালে। ব্রিটিশ নির্মাণ সংস্থা 'মার্টিন এন্ড বার্ণ' কোম্পানীর তত্বাবধানে ৫.৩ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত প্রাকৃতিক জলাশয় রুদ্রসাগরের মাঝে নির্মিত হয় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় জলমহল। যার পোষাকি নাম 'নীরমহল'।

দেশ বিভাগের ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে অসংখ্য মানুষ উদ্বাস্ত হয়ে চলে আসেন এ রাজ্যে। নবীনগর, নোয়াখালি, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি এলাকার পদ্মা মেঘনা তিতাস পাড়ের সহায় সম্বলহীন অসহায় মানুষজন যাঁরা উদ্বাস্ত হয়ে এ পাড়ে আসেন তাদের বসতি গড়ে দেওয়া হয় রুদ্রসাগরের চার পাড়ে। রুদ্রসাগরের জলকে ব্যবহার করে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতে শুরু করেন তারা। জল, জাল আর নৌকা নিয়ে শুরু হয় তাদের জীবন জীবিকার লড়াই। দারিদ্র, অভাব অনটনের মধ্যে থেকেও তারা ভুলে যাননি তাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে। আজও শ্রাবন মাসের প্রতি সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে বসে পদ্মপুরাণ পাঠের আসর। কাঁসর ঘন্টা করতালের আওয়াজে মুখরিত হয় প্রতিটি পাড়া। চলে মা মনসার আরাধনা। বর্ষায় যখন রুদ্রসাগরের জল স্ফীত হয়, মৎসজীবিদের পাড়ায় শুরু হয় নৌকা বাইচের উন্মাদনা। বছরের এই একটি দিনে জলজীবিরা মেতে উঠেন নৌকা বাইচের আনন্দে। পদ্মা মেঘনা তিতাসের জলের সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটান রুদ্রসাগরের জলে। পঞ্চাশের দশক থেকেই রুদ্রসাগরে সংগঠিত হয়ে আসছে জলজীবিদের এই বাৎসরিক লোক উৎসব। ক্রমে তা পরিণত হয় এ রাজ্যের একটি জনপ্রিয় উৎসবে। ১৯৯৮ সাল থেকে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সরকারি অর্থানুকূল্যে প্রতি বছর ঘটা করে আয়োজিত হয়ে আসছে মনসামঙ্গল ও নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। পরবর্তী সময়ে যুক্ত হয় দুরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতাও। 'নীরমহল জল উৎসব' স্থান করে নেয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বাৎসরিক উৎসব পঞ্জীতে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে নীরমহল পর্যটন কেন্দ্রকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পর্যটন সহ অন্যান্য দপ্তরও প্রসারিত করে সহযোগিতার হাত। অন্যান্য বছরের মত এবারও ১৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর নীরমহল জল উৎসবের অঙ্গ হিসেবে রুদ্রসাগরে অনুষ্ঠিত হবে নৌকা বাইচ, মনসামঙ্গল ও সাঁতার প্রতিযোগিতা।

যে জলকে কেন্দ্র করে রুদ্রসাগরের এই গরিমা, পরিবেশগত কারণে তার জলস্তর কমে যাচ্ছে। এর নাব্যতা রক্ষা ও তার পরিবেশগত কাঠামো ধরে রাখার জন্য ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন পরিকল্পনা। রাজ্যস্তরে একটি প্রজেক্ট লেভেল কমিটি গঠন করে রুদ্রসাগরের উন্নয়নে তৈরী করা হয়েছে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান। পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের পর রুদিজলা হয়ে উঠবে পূর্ণ যৌবনা। বর্ষার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না মানুষকে, ভরা শীতেও রুদ্রসাগরের জলে ঝড় তুলবে নৌকা ও বৈঠার যুগলবন্দী।

*****